তথারাগ

পিয়া যব[১] আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে[২]॥
বেদি করব[৩] হাম[৪] আপন অঙ্গনে[৫]।
ঝাঞ্জু[৬] করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার[৭]।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার[৮]॥
কদলী-রোপব হাম[৯] গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র[১০]-পল্লব তাহে কিঙ্কিণি সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুই-এক পলকে মিলব তুয়া[১১] পাশ॥

পাঠান্তর ঃ ১. 'জব', ২. পঙ্‌ক্তিটির পরের দুই পঙ্‌ক্তি 'কনয়া কুম্ভ ভরি কুচজুগ রাখি/দরপন ধরব কাজের দেই আখি', ৩. 'বনাওব', ৪. 'হম', ৫. 'অঙ্কমে', ৬. 'ঝাড়ু', ৭. পঙ্‌ক্তিটি নেই, ৮. পঙ্‌ক্তিটি নেই, ৯. 'হম', ১০. 'আম', ১১. 'তুঅ'।

গদ্যরূপ ঃ

(রাধা বলেছেন) প্রেমিক যখন তাঁর বাড়ীতে আসবেন তখন নিজের শরীরেই সব মঙ্গলাচার করবেন। তিনি (কৃষ্ণের অধিষ্ঠানের জন্য) নিজের অঙ্গে পূজাবেদী রচনা করবেন। সেই বেদীতে ঝাড়ু দেওয়ার কাজে নিজের চিকুর বা কেশ ব্যবহার করা হবে। আলপনার জন্য থাকবে গলার মুক্তামালা, কুচদ্বয় হবে মঙ্গলঘট। দুটি গুরু নিতম্ব কলাগাছ হয়ে বিরাজ করবে। সেখানে কিঙ্কিণীরূপ আমপাতা শোভা পাবে। সকল দিক থেকে আসা রমণীদের কলরব ও বিলাস কলার কৌশল তিনি একাই প্রকাশ করবেন। তাঁর অপরূপ কায়া ও কান্তির সৌন্দর্য বিস্তার করে চারদিকে চাঁদের হাট বসিয়ে দেবেন। বিদ্যাপতি ভণিতায় বলেছেন (রাধার) এ আশা পূরণ হবে। দু'এক পলকের মধ্যেই তাঁর পাশে (কৃষ্ণ) এসে মিলিত হবেন।

শব্দার্থ ও টীকা-টিপ্পনী ঃ

পিয়া—প্রিয়তম। **যব**—যখন। **আওব**—আসিবে। **মঝু**—আমার। **গেহে**—গৃহে। **মঙ্গল**—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, **যতহুঁ**—যত কিছু, সমস্ত। **করব নিজ দেহে**—নিজের দেহ (সজ্জিত করব)। **বেদী করব**—(প্রেমিকের বা দেবতার জন্য) বেদী তৈরী করব। **হাম**—সংস্কৃত অহম্ > হিন্দি ও প্রাচীন বাংলায় হম এবং হিন্দীর উচ্চারণ অনুসারে হাম। **আপন**—নিজ। **অঙ্গনে**—আঙ্গিনা (দেহ স্থান)। **ঝাঞ্জু**—হিন্দি ঝাড়ু। **চিকুর**—কেশ (চি(বৃদ্ধি পাওয়া) কুর সংজ্ঞার্থে বি)। **আলিপনা.... মোতিম হার**—(কণ্ঠের) মুক্তামালা দিয়ে সেই বেদীর আলপনা রচনা করব। এই অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পাদক মন্তব্য করেছেন ঃ "তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে এই পদটিতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন-প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয়। এখানে সাধকের দেহই

Scanned by CamScanner

মঙ্গল-আচারের স্থান,—সাধকের অঙ্গই বেদী, এবং তাঁহার নিজের বেশ দিয়াই সে বেদীতে ঝাঁট দেওয়া হইবে; আলিপনার দরকার নাই, শুভ্র মোতির হারই আলিপনা হইবে। "The human body is the highest temple of God" এই উক্তির সার্থকতা এই কবিতাটিতে দৃষ্ট হইবে" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০১)। মঙ্গল-কলস—মঙ্গলঘট। **কুচভার**—স্তনদ্বয়। **'কদলী.... সুঝম্প'**—কলাগাছের মতো রোপণ করব আমার গুরু নিতম্ব। **সুঝম্প**—আন্দোলিত। সেখানে কিঙ্কিণীরূপ আমপল্লব আন্দোলিত হবে। **'দিশি দিশি... হাট'**—সব দিক থেকে কামিনীর ঠাট (রমণীর কলাকৌশল) এনে বসাব। **চৌদিগে**—চারদিকে, এমন রূপ বিস্তার করব যেন চারিদিকে চাঁদের হাট বসেছে বলে মনে হবে। **'বিদ্যাপতি কহ.... পুরব আশ'**— বিদ্যাপতি বলছেন, যে এই আশা পূর্ণ হবে। দু'-এক পলকের মধ্যেই প্রিয় (কৃষ্ণ) এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন।

Scanned by CamScanner

শ্রেষ্ঠ কবি ঃ বিদ্যাপতি

ভাবসম্মিলনের পর্যায়ে এক স্মরণীয় কবি হলেন বিদ্যাপতি। মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতি বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মৈথিলী ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত পদগুলি মৈথিলীতে লেখা হয়। আনুমানিক ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিথিলায় বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালে রাজসভার কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। কেবল কবিরূপে নয়, স্মৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ, সমাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থকার রূপেও তাঁর পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মৈথিল, সংস্কৃত, অবহট্ট ভাষায় কাব্যরচনার দক্ষতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। পদাবলীতে তিনি প্রায় প্রতিটি রস-পর্যায়ের পদ রচয়িতা। তবু ভাবোল্লাস বা ভাবসম্মিলনের পদে তাঁর কৃতিত্ব অতুলনীয়। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান তাঁর প্রাপ্য। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল— (ক) রাধাচিত্তের পরম আনন্দ এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তির ভাব এই পর্যায়ের পদে লক্ষ্য করা যায়। (খ) বিদ্যাপতিকে বলা হয় 'সুখের কবি'। অবশ্য বিরহের পদেও তিনি সার্থকতা অর্জন করেছেন। কিন্তু মিলনের পদরচনায় যে তাঁর প্রকৃত কবিকল্পনার বিকাশ, তা যেমন বাস্তব মিলনের বর্ণনায়, তেমনি ভাবসম্মিলনের পদেও লক্ষ করা যায়। (গ) এই পর্যায়ের

Scanned by CamScanner

পদে অপূর্ব ভাবসমাবেশ চোখে পড়ে। স্বয়ং মহাপ্রভু, তাঁর পদ শুনে আনন্দ উপভোগ করতেন ব'লে জানা যায়। (ঘ) সুখ-দুঃখাতীত এক আনন্দময় অবস্থা এই পর্যায়ের পদগুলিতে ধরা পড়েছে। স্বপ্ন সম্ভোগের অপরূপ ভাবটি তাঁর পদে মূর্ত হয়েছে। দেহ ও মনের মিলনজাত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভাবসম্মিলনের পদে। এই আনন্দের সঙ্গে দশ দিক তথা নিসর্গ জগতের সংযোগটিও তাঁর কবিতায় এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। (ঙ) রাধা-মনে প্রেমের নব নব ভাবে উল্লসিত মুহূর্তগুলি ভাবে-ভাষায়-ছন্দে বিদ্যাপতির কবিতায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। (চ) রাধা-চরিত্রের এক সর্বব্যাপী পরিবর্তন এখানে লক্ষ্য করা যায়।

কবি বিদ্যাপতির লেখা ভাবসম্মিলনের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদ আছে; যেমন—'আজু রজনী হাম', 'পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে', 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর' প্রভৃতি। এর মধ্যে প্রথম পদটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। তাই এই পদটির কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

গেহে।

পদ-বিশ্লেষণ ঃ 'পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে'।

কবি বিদ্যাপতি রচিত এই পদটি 'ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায়ের অন্তর্গত। পদটির মধ্যে 'তত্ত্বের দিক' এবং 'রসের দিক'-এর তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পাদকগণ (ক. বি. প্রকাশিত)। পদটির পাদটীকা অংশে বলা হয়েছে ঃ 'তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই পদটিতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন-প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয়। এখানে সাধকের দেহই মঙ্গল-আচারের স্থান, সাধকের অঙ্গই বেদী এবং তাঁহার নিজের কেশ দিয়াই সে বেদীতে ঝাঁট দেওয়া হইবে। আলিপনার দরকার নাই, শুভঈদ্দর মোতির হারই আলিপনা হইবে। ''The human body is the highest temple of god'' এই উক্তির সার্থকতা এই কবিতাটিতেই দৃষ্ট হইবে। রসের দিক দিয়া দেখিলে এই পদে, বহু দিন পরে বন্ধুর আগমনের আশায়, নায়িকার অপূর্ব ভাবোল্লাস বা মিলনানন্দের কল্পনা সূচিত হইয়াছে।' (দ্রষ্টব্য ঃ 'বৈষ্ণব পদাবলী' (চয়ন) দশম সংস্করণ, ১৯৭৭, ক. বি. পৃষ্ঠা ১০১)। এ মন্তব্য যথার্থ। তবু এর মধ্যে আরও কিছু অতিরিক্ত কাব্যবৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে; যেমন—

(১) গৃহ (গেহ) শব্দটিকে দৃশ্যরূপ দান ঃ রাধাকৃষ্ণের 'মাথুর'-এর পর বাস্তব মিলন না ঘটলেও তার ভাবগত মিলনের কথা বৈষ্ণব পদকারেরা ভেবেছিলেন। প্রতিভাবান কবি বিদ্যাপতি কৃষ্ণের সুদীর্ঘ মথুরার প্রবাস শেষে বৃন্দাবনে ফিরে আসার কাল্পনিক ঘটনাটিকে কাজে লাগিয়ে উৎসবসজ্জিত গৃহের দৃশ্যে রূপান্তরিত করেছেন। এখানে বক্তা বা কথক শ্রীরাধা। তাই তাঁর অন্তর্মগ্ন আত্মকথনের সঙ্গে ভাবগত সঙ্গতি রেখে প্রেমিকের (কৃষ্ণ) প্রকৃত 'গৃহ' যে প্রেমিকার (শ্রীরাধা) 'দেহ' তা কবি ইঙ্গিতে নির্দেশ করেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী, 'গৃহের সুখ-শান্তি-আনন্দ উৎসব সব কিছুই

Scanned by CamScanner

গৃহিণী-নির্ভর। সেক্ষেত্রে রাধা যখন বলেন—"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে/মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥" তখন বোঝা যায়, এখানে 'গৃহ' মানে নিছক কক্ষ নয়, আপন হৃদয়। আর যেন তখনই প্রিয়ের আগমনের অনুভবে রাধা নিজের দেহকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। লক্ষ্য করা যায়, এই সাজিয়ে তোলার মধ্যে কোনো সাধারণ প্রসাধনের উপাদান নেই, বাহ্যিক ছলা-কলাও নেই। কারণ, রাধার (অলক্ষ্য) কৃষ্ণের কাছে নিজেকে নিবেদনের জন্য এটি যেন মানস পূজা হয়ে উঠেছে। তাই পূজার সঙ্গে যুক্ত মঙ্গলাচার-এর কথা মনে রেখে বলা হয়েছে—'মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে।' নয়তো কথাটির কোনো অর্থ হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, মনসামঙ্গলের লৌকিক উপাখ্যানে লখীন্দরের পুনর্জীবনের জন্য বেহুলার এই ধরনের দেহ-নির্ভর পূজার দৃষ্টান্ত আছে। ভারতীয় তন্ত্রসাধনায়ও এই জাতীয় পূজা-পদ্ধতির বিধান আছে। খুব সম্ভবত, মহাপণ্ডিত কবি বিদ্যাপতির কাছেও এ সব তথ্য অজানা ছিল না। তবে তিনি তাকে কাব্যিক উপাদানে পরিণত করে রাধা-চরিত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিলেন।

'গৃহ' এবং 'দেহ' যে কিভাবে অঙ্গাঙ্গী হয়ে একাত্ম রূপ নিয়েছে তা কবি পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করেছেন ঃ যেমন—'বেদি' ঃ 'বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে' (দেবতা ভিন্ন প্রেমিককে বসাবার জন্য কোন 'বেদি'র প্রয়োজন হয় না)। 'ঝাঞ্জু' বা ঝাঁটা ঃ 'ঝাঞ্জু করব তাহে চিকুর বিছানে' অর্থাৎ মাথার কেশ বা চুলকে ঝাঁটার মতো ব্যবহার করবেন। 'আলপনা' দেওয়ার জন্য আছে মুক্তাহার ঃ 'আলিপনা দেওব মোতিম হার'। 'মঙ্গল-কলস'-এর জন্য দুই কুচ বা স্তনদ্বয় ঃ 'মঙ্গল-কলস করব কুচভার'। কদলী বৃক্ষ ঃ 'কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব'। তাতে আম্রপল্লবও থাকবে—'আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প।' এইভাবে উৎসব 'গৃহের' মধ্যে 'দেহকে' স্থাপন করে রাধা কৃষ্ণের দর্শনের জন্য সাধনা শুরু করেছেন।

(২) রাধা-শক্তির ইঙ্গিত ঃ বিদ্যাপতির অন্যান্য পর্যায়ের মত 'ভাবসম্মিলনে'র পদেও সখী বা সহচরীর উল্লেখ থাকে। কিন্তু লক্ষ করা যায়, এই পদে কোনও সখীর কথা নেই। অথচ উৎসবের আনন্দ-উল্লাস সর্বোচ্চ গ্রামে পৌঁছয় উচ্ছল নারীদের কলকাকলিতে। রাধা সেই সত্য অনুভব করেই যেন চারদিকে নিজেকে শতরূপা করে প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়েছেন। শাস্ত্র মতে "শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা। মহাভাবের চারটি স্তর—রূঢ়, অধিরূঢ়, মোদন এবং মাদন। মাদনই প্রেমের সবচেয়ে ঘনীভূত স্তর। এই মাদনাখ্য মহাভাবকে স্বয়ংপ্রেম বলা হয়। মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজ করে। অন্য ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে নেই" (দ্রষ্টব্য ঃ 'শ্রীরাধাতত্ত্ব' পঞ্চম অধ্যায়, 'শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যসংস্কৃতি', জনার্দন চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৮৭)। এই মাদনাখ্য মহাশক্তির প্রকাশ ঘটেছে ব্যক্তিত্বময়ী রাধার উক্তিতে—'দিশি দিশি আনব কামিনী ঠাট/চৌদিকে পসারব চাঁদের হাট॥' অর্থাৎ আমি এরূপ বিচিত্র বিলাস-কলা বিস্তার করব যে, মনে হবে বহু রমণীর সমাবেশ হয়েছে। এমন রূপ বিস্তার করব যে মনে হবে চারদিকে চাঁদের হাট মিলেছে। বলা বাহুল্য, শ্রীরাধার এই রূপমূর্তি বিদ্যাপতি রচিত বয়ঃসন্ধি-পূর্বরাগ ও অভিসার পর্যায়ের রাধাচরিত্র থেকে স্পষ্টতই ভিন্নতর। অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃঢ়তায়, নির্ভীক ও অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশে, ভাবময়ী রাধা এখানে কৃষ্ণমিলনের প্রতীক্ষায়

Scanned by CamScanner

সাধনারত। তাই কবি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন ঃ 'বিদ্যাপতি কহ, পূরব আশ/দুই এক পলকে মিলব তুয়া পাশ।' কবির উক্তি থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণ রাধার গৃহে এখনও এসে পৌঁছন নি।

(৩) **নিরলঙ্কার প্রকাশরীতি ঃ** মহাকবি এবং মহাশিল্পী জীবনের পরিণত পর্বে পৌঁছে সাধারণত নিরলঙ্কার ভাবে শিল্প-বিষয়কে প্রকাশ করে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিলটন 'স্যামসন অগাস্টিনে' ভাষার আড়ম্বর ত্যাগ করেছিলেন। 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ সহজ সরলভাবে গভীরতম অন্তরের বাণীকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। লিওনার্দো বা ভ্যান গখের মতো শিল্পীরা শেষ পর্যায়ের শিল্পচর্চায় গভীর-গম্ভীর অনুভূতিকে কয়েকটি রেখার সাহায্যে ব্যক্ত করেছিলেন। অনুরূপভাবে, কবি বিদ্যাপতিও অলঙ্কারিক কারুকার্য পরিত্যাগ করে সহজ অথচ গভীর সুরে রাধার অন্তরবাণীকে রূপ দিয়েছেন। রাধার বাচনরীতির পরিবর্তন এই পদে কবি বিদ্যাপতির রূপায়নিক দক্ষতার অনন্য নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

Scanned by CamScanner